অর্থ বিভাগের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মুল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগর প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা
১।	অর্থ বিভাগ	০২ টি	--	০২ টি	--	০১টি	০২ টি	-৬৬% -১০০%	০১ টি	-৪০০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General.	৯৫৪৬.০৭	জুলাই ,২০১১ হতে অক্টোবর ,২০১৬
ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটি	২০৯১১৮৬০.	জানুয়ারী ,২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General.	যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার দরুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটি	প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায় অবকাঠামো খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বেসরকারী উদ্যোক্তার অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগ প্রস্তাব আইপিএফএফ সেলের মাধ্যমে যাচাই বাছাই শেষে- এর নিকট প্রেরণ করা হয়। - তাতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের জন্য বিশ্ব ব্যাংক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব হয়েছে। এছাড়াও পরামর্শ সেবা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে বিলম্বের দরুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা এবং উচুঁ পর্যায়ের কর্মকর্তা অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুসরণ করে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে উচ্চ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান পরিহার করা সমীচীন।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রবণতা এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিমালা ও মাপকাঠির অনুপস্থিতি।	স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি বা মধ্য মেয়াদি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রাখতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট মডিউল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ তার ফলাফলের মেধাক্রম অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদী বৈদিশিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে । প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরণের ম্যানুয়েল, গাইডলাইন, ট্রেনিং ডকুমেন্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরণের ম্যানুয়েল, গাইডলাইন, ট্রেনিং ডকুমেন্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, যাতে পরবর্তীতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়।
প্রশিক্ষিত জনবলের সংরক্ষিত ডাটাবেইজ না থাকা।	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবলের একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে প্রশিক্ষিত জনবলের প্রশিক্ষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ইন-হাউজ ট্রেনিং আয়োজনের মাধ্যমে Knowledge Sharing অব্যহত রাখা প্রয়োজন, এতে করে অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অডিট বিষয়ে ধারণাগত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৬)

০১. প্রকল্পের নাম : ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)

০২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভাগ : অর্থ বিভাগ।

০৩.বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ব্যাংক।

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত সময়কাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময়(মূল বাস্তবায়ন কালের%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৮১৪.০০	২৮৫০১৮.৭১	২০৯১১৮.৬০	১/১/২০০৭-৩১/১২/২০১৬	১/১/২০০৭-৩১/১২/২০১৬	১/১/২০০৭-৩১/১২/২০১৬	৪০০%	১০০%

০৬. অংগভিকত্তিক অগ্রগতিঃ (সর্বশেষ সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী)

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষ্য (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ক.বাজস্ব ব্যয়ঃ							
৪৬০১	কর্মকর্তাদের বেতন (বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রেষণে)	জন	১৫ জন		১৫ জন ১০০%		
	কর্মটারীদের বেতন (ওভার টাইম উৎসব ভাতা এবং অন্যান্য ভাতাসহ)						
৪৭১৩	উৎসব/বোনাস	জন	৬৭.৬০	৫ জন	৬৭.৫৭ ৯৯.৯%	৫ জন ১০০%	
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা (স্থানীয়)	থেকে	৯.২৩	থেকে	৭.৯৭ ৫৪%		
সরবরাহ ও সেবাঃ							
	অফিস ভাড়া (পানি,বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ)		৭৭৪.৪৮	থেকে	৭৫৬.৬৭		
৪৮১৫	ডাক	থেকে	০.৯১	থেকে	০.১১		
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার/ মোবাইল	থেকে	২.৩১	থেকে	১.৩১ ৫৭%		
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী, রেজিঃপেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট,বীমা/ব্যাংক চার্জেস	থেকে	৬৮.৯৭	থেকে	৫৬.৫৫ ৮২%		
৪৮২৭	মূদ্রণ প্রকাশনা ও গবেষাণা	থেকে	৪.৭৯	থেকে	২.৬৩ ৫৭%		

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষ্য (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীলস ও ষ্ট্যাম্পস	থেকে	৩৯.৫৩	থেকে	৩৩.৫২ ৮৫%	থেকে ১০০%	
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থেকে	৩৫.২৫	থেকে	৩২.৭৩ ৯৩%	থেকে ১০০%	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়/ষ্ট্যাডি ট্যুর/সেমিনার,কনফারেন্স	থেকে	১৮৭৯.৮৯	থেকে	১৬৬৫.৭৫ ৮৯%	থেকে ১০০%	
৪৮৪৫	সভা/আপ্যায়ন ব্যয়		১৮.১৬	থেকে	১১.৬০ ৬৪%	থেকে ১০০%	
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	থেকে	৭৮.৬১	থেকে	৬৪.৭৪ ৯৯.২৮ %	থেকে ১০০%	
৪৮৫১	আইনগত ব্যয়,সম্মানী,নিরীক্ষা ব্যয়	থেকে	১৯.১৮	থেকে	১৬.৮৯ ৮৮%	থেকে ১০০%	
৪৮৫৪	মোরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থেকে	৩৫.৯০	থেকে	২৮.০৮ ৭৮%	থেকে ১০০%	
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	থেকে	১৫৬.৮৮	থেকে	১৩.০১ ৮%	থেকে ১০০%	
মোট রাজস্ব ব্যয়		-	৩১৯১.৮৯	-	২৭৪৯.১৩ ৮৬%	১০০%	
৬৮০০	খ.ক্রয়						
৬৮০৭	যানবাহন ও সম্পদ	সংখ্যা	২০০.৩৬	১	১৯১.০৬ ৯৫%		
৬৮১২	স্থানীয় পরমার্শক	জনমাস	১৩৭০.৪৮	৬৮৮ জনমাস	১১৩১.৫৯ ৮৪.৫%	৬২০.৫৯০%	
৬৮১৩	আন্তর্জাতিক পরমার্শক	জনমাস	১৯৫৬.৬০	১৫৫ জনমাস	১৬৫৪.০২ ৮৪.৫%	১৪৫.১১ ৯৩.৬ %	
৬৮১৫	উপ মোট		৩৫২৭.৪৪		২৯৭৬.৬৭	২৬	
	পার্ট-এ মোট		৬৭১৯.৩৩		৫৭২৫.৮০		
পার্ট-বি অন-লেন্ডিং (এডিপি বহির্ভূত)							
	অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ সহায়ত তহবিল		২৭৮২৯৯.৩৮		২৪৪১৪৯.৩১		
সর্বমোট ব্যয় (পার্ট-এ+পার্ট-বি)		২৮৫০১৮.৭১			২৪৯৮৭৫.১১ ৮৭.৬৬%	১০০ %	

০৭.মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ আলেঅচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্মোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে।

- এপিইসি সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

- সংশোধিত অনুমোদিত ও মূল অনুমোদিত টিপিপি পর্যালোচনা;
- অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- পিসিআর এর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নিরীক্ষ প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের কার্যালয়ে রক্ষিত নথি ও তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;এবং
- প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগিদের সাথে আলোচনা।

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ চাহিদার সম্পদ আহরনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের অংশগ্রহল ত্বরান্বিত করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধাসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তো ও বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/পরিচালনায় নিম্নাক্ত দুটি প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ

- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নরে পরিবেশ তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরিক সহায়তা প্রদান করা।
- প্রকল্পে অংশগ্রগণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত পিপিপি ভিত্তিক অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
- দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অভ্য ন্তরীণ সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাংক ও আর্থি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করা;
- দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করা;
- দেশের দারিদ্র বিমোচন এবং বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে সহায়তা করা;

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

৯.১। বাংলাদেশের অর্থনৈতি উন্নয়ন একদিকে অবকাঠামো ঘাটতি বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাগতির প্রভাবে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি দীর্ঘ সময় ধরে ৫.৬% এর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছিল। ফলে অর্থতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করা কঠিন হয়ে পড়ে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্য হ্রাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে অবকাঠামো খাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮-১০% এ উন্নীতকরণ। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরাম্বিকরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ অবকাঠামোগত উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জিডিপির প্রায় ৪% সম্পদ ব্যয় করে থাকে যার সিংহভাগ ব্যয় করা হয় অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে। তবে শুধু সরকারের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অবকাঠামো খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য য়োজনীয় বিপুল অথের্র চাহিদা পূরণ করা কঠিন। অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ চাহিদার সম্পদ আহরনের সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সরকারের সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তো ও আর্থিক প্রকিষ্টানসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর উদ্যোগে বিনিয়ো পরিবেশের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/পরিচালনায় বিশেষ গুরত্ব প্রদান করা হয়।

নির্দিষ্টকৃত খাতেগুলো হচ্ছে-বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে), বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন,রর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক-মহাসড়ক,ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ.পানি সরবহার ও পয়ঃ নিস্কাশন এবং শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন।

১২। অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	আর্থিক ও ভৌত অগ্রগাতি			
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	ভৌত(%)		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	ভৌত(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৬-০৭	৬৯.০০	-	৬৯.০০		-	৩০.৬৯	-	৩০.৬৯	
২০০৭-০৮	৪৫০.০০	-	৪৫০.০০		-	১৩১.১৬	-	১৩১.১৬	
২০০৮-০৯	৩০০.০০	-	৩০০.০০		-	১৬০.৯৫	-	১৬০.৯৫	
২০০৯-১০	৫৫০.০০	-	৫৫০.০০		-	৩৬২.৬১	-	৩৬২.৬১	
২০১০-১১	৫০০.০০	-	৫০০.০০		-	৩৫২.৫৪	-	৩৫২.৫৪	
২০১১-১২	৭৮৬.০০	-	৭৮৬.০০		-	৪২৩.৭৮	-	৪২৩.৭৮	
২০১২-১৩	৮৬৯.০০	-	৮৬৯.০০		-	৬২১.৪৩	-	৬২১.৪৩	
২০১৩-১৪	১০৭২.০০	-	১০৭২.০০		-	৮৯৮.৪১৬	-	৮৯৮.৪১৬	
২০১৪-১৫	১৫৬০.০০	-	১৫৬০.০০		-	১০৯৫.৫৯	-	১০৯৫.৫৯	
২০১৫-১৬	১৫৮৫.০০	-	১৫৮৫.০০		-	১১০৫.০২	-	১১০৫.০২	
২০১৬-১৭	৮০৮.০০	-	৮০৮.০০		-	৫৪৩.০৪	-	৫৪৩.০৪	
মোট	৮৫৪৯.০০	-			-	৫৭২৫.২৭	-	৫৭২৫.২৭	

১৩.প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের সংশোধিত বাস্তবায়ন কাল ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কারিগরি সহায়তা অংশের ক্রমপুঞ্জি।জত অগ্রগতি হয়েছে ৫৭২৫.২৭ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৬৭১৯.৩৩ লক্ষ টাকার ৮৫.২%। অপরদিকে, প্রকল্পের অন-লেন্ডি অংশ (এডিডি বহির্ভুত) ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৪৪১৪৯.৩১ লক্ষ টাকা যা এ অংগের সংস্থানের ৮৭.৭৩%। ফলে বিবেচ্য প্রকল্পের দু'টি অংশের সাকুর্যেত ক্রমপাুঞ্জত আর্থিক অগ্রগতি ২৪৯৮৭৫.১১ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৭.৬৬%।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ%

১৪.১ বিবেচ্য প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতার বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় পর্যায় গ্রহণের লক্ষ্যে প্রণীত টিপিপি বিবেচনার জন্য গত ৩/৭/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স ভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ৪.১ "১ম পর্যায়ের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য আইএমইডিকে অনুরোধ করা হয়। আইএমইডি প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ পুনর্গঠিত টিপিপিতে অনুসরেন করতে হবে"। উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের লক্ষ্যে আইএমইডি'র পরিচালক,কাজী দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক গত ১৬/৭/২০১৭ তারিখে বাযলাদেশ ব্যাংক-এর প্রধান কার্যালয়স্থ প্রকল্প অফিস পরিদশর্ন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকমর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ভিত্তিক বিন্যাস

প্রশিক্ষণ আয়োজনের সংখ্যা (টি)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/শিক্ষাসফর						মোট
	বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় পদ্ধতি/পিপিপি ক্রয় পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ	পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ	প্রকল্প/কর্মসূচি সামাজিক ও পরিবেশষগত প্রভাব বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ	আর্থিক বিশ্লেষণ/আর্থিক মডেল সংক্রন্ত প্রশিক্ষণ	সেমেননার ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়	
	৫টি	৮টি	১২টি	৫টি	৪টি	১৩টি	৪৭টি

১৪.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ভিত্তিক সংখ্যা বিন্যাস পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এ জাতীয় ৪৭টি কর্মসুচির মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশী ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

কর্মসুচি আয়োজন করা হয়েছে।বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচি আয়োজনের সংখ্যা ৩৩টি হলেও প্রশিক্ষণ ব্যাপ্তিকাল ছিল ৩-৭ দিন মেয়াদি। হওয়ায় এত স্বল্প সময়ে কারিগরি ও পেশাগত বিষয়ে কার্যকর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাভিত্তিক বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী সংখ্যা (জন)						মোট
	বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় পদ্ধতি/পিপিপি ক্রয় পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ	পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ	প্রকল্প/কর্ম সূচি সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ	আর্থিক বিশ্লেষণ/আর্থিক মডেল সংক্রন্ত প্রশিক্ষণ	সেমেননার ওয়ার্কশপ/ শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়	
বাংলাদেশ ব্যাংক	১১	১০	২৮	১৬	১০	৩৭	১১২
অর্থ বিভাগ	০১	০৪	১০	০৪	-	৩০	৪৯
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ পিপিপি	-	০২	০৩	০১	০১	০৭	১৪
পরিকল্পনা কমিশন	-	০১	০৩	-	-	০৩	০৭
বিডা (সাবেক বিনিয়োগ বোর্ড	-	০২	০৩	-	-	০১	০৬
ইআরডি	-	-	০৩	-	-	০২	০৫
আইএমইডি	-	-	০৩	-	-	০২	০৫
সড়ক বিভাগ	০১	-	-	-	-	০২	০৩
নৌ-পরিবহন মান্ত্রঃ	-	-	-	০২	-	০৩	০৪
খনিজ সম্পদ বিঃ	০১	-	-	-	-	-	০১
আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	-	-	-	-	০২	০২
বেঃবিমান চঃ মন্ত্রঃ	-	-	-	-	-	০১	০১
পানি সম্পদ মন্ত্রঃ	০১	-	-	-	-	-	০১
বেপজা	-	-	-	-	-	০২	০২
গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	০১	০১
বিএসএমএমইউ	-	-	-	-	-	০১	০১
সমাজ সেবা অধিঃ	-	-	-	-	-	০১	০১
বিআইবিএম	-	-	-	-	-	০১	০১
বেসরকারী ব্যাংক	০১	-	০৩	২১	-	-	২৫
মোট	১৬	১৯	৫৪	৪৩	১১	৯৪	২৩৭

১৪.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সংস্থাভিত্তিক অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ২৩৭ জনের মধ্যে ১৬১ জন (৬৮%) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। এতে করে প্রতিয়মান হয়েছে প্রশিক্ষণ অংশগ্রহগকারী নির্বাচনে অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/সংস্থাকে যাথাযথভাকে বিবেচনা করা হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকজন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের আওতায় ১০-১২ বার পর্যন্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন।

ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ।ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ তুলনামূলকভঅবে কম পাওয়ায় পিপিপি সংক্রান্ত সামর্থ্য ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার উদ্দেশ্য যাথার্থভাবে অর্জিত হয়নি। এ বিষয়টি আইএমইডি'র একটি পরিদর্শন ্রপতিবেদনে উল্লেক করে একই কর্মকর্তাকে একাধিক বার প্রশিক্ষণ প্রেরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরন করার সুপারিশ প্রদান করা হলেও তা প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

১৪.৪ তাছাড়া, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা পিপিপি প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষন এবং আর্থিক বিশ্লেষণ/ আর্থিক মডেল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ তুলনামূলোকভাবে কম আয়োজন করা হয়েছে একই সাথে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয়। প্রশিক্ষণ কাল ও অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে শেখার ও প্রয়োগ করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে,পরবর্তী প্রকল্পে সকল প্রকার প্রশিক্ষণে (স্বানীয় ও বৈদিশিক) দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী (১/২ বছর ও ৬-৯ মাস মেয়াদী) সংস্থান রেখে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হলে আগ্রহী ও

যোগ্যতা সম্পন্নরা প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেতে পারে মর্মে আশা করা যায়। উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে পিপিপি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি ও অবহিত করার জন্য সেমিনার/ওর্য়াকশপ/শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদিরি সংস্থান রাখা যেতে পারে।

বেসরকারী খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতি প্রদানে গৃহীত সময় বিশ্লেষণ:

বিষয়	বেসরকারী খাতে অবকাঠামো প্রকল্পে আইপিএফএফ এর অর্থায়ন প্রস্তাবে বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতি প্রদানে অতিবাহিত সময়ভিত্তিক প্রকল্পর সংখ্যা						
	৩০ দিন হতে ৬০ দিন	৬১ দিন হতে ৯০ দিন	৯১ দিন হতে ১২০ দিন মাস	১২০ হতে ১৮০ দিন	১৮১ হতে ২৭০দিন	২৭১ হতে ৩৬৫দিন	৩৬৫ দিনের বেশী
প্রকল্পের সংখ্যা (টি)	০১	০৩	০২		০২	০৫	০১
অতিবাহিত সময় (প্রকল্প সংখ্যা অনুযায়ী প্রকৃত অতিবাহিত দিন যোগ করে)।							
মোট অতিবাহিত সময় (প্রকল্প অতিবাহিত দিনসমূহ যোগ করে)=২৯৬৮ দিন							
গড় অতিবাহিত সময়(মোট অতিবাহিত দিন/প্রকল্প সংখ্যা)=২১২ দিন							

১৪.৫ বিবেচ্য প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বেসরকারী উদ্যোক্তার অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগ প্রস্তাব আইপিএফএফ সেলের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই শেষে তাতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের জন্য বিশ্ব ব্যাংক- এর নিকট প্রেরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক সর্বনিম্ন ৩৬ দিনে ০১ টি প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেছি। অপরদিকে অন্য ০১ টি প্রকল্পে সম্মতি প্রদানে বিশ্ব ব্যাংক সবোর্চ্চ ৫৬৭ দিন সময় নিয়েছে। এ সংক্রান্ত ১৪ টি প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে গড়ে ২১২ দিন সময় লেগেছে যা স্বাভাবিকের তুলনায় মাত্রায় বেশী মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

১৪.৬ অবকাঠামো খাতের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনায় আর্থিক সূচকসমূহ অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক হওয়ার এজাতীয় প্রকল্পের অর্থায়ন বিবেচনায় অধিক সময় অতিবাহিত হলে মূল্যস্ফীতির পরিবর্তন,মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন,সরকারের রাজস্ব নীতির পরিবর্তনসহ স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময় অতিবাহিত হলে প্রকল্পের বিনিয়োগ উপযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যা প্রকল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করার আংশকা থেকে। এক্ষেত্রে, আইপিএফএফ-এর ২য় পর্যায়ের প্রকল্প বিশ্ব ব্যাংক বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন সেক্টরভিত্তিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করার বিষয়ে ইআরডি'র মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

১৪.৭ অবকাঠামো আওতায় সংস্থানকৃত পরারমর্শ সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্রয় কার্যক্রমের বিভিন্ন প্যাকেজ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতি প্রদান গৃহীত সময় বিশ্লেষণ:

বিষয়	পরারমর্শ সেবা ক্রয় প্রস্তাব প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতি প্রদানে অতিবাহিত সময়ভিত্তিক প্যাকেজ সংখ্যা এবং অতিবাহিত সময়				
	১০দিন হতে ৩০দিন	৩১দিন হতে ৬০দিন	৬১দিন হতে ১২০দিন মাস	১২০ হতে ১৮০দিন	১৮১ হতে ২৭০দিন
কর্মপরিধি (সংখ্যা-টি)	-	০৩টি	০২টি	-	০১টি
খসড়া চুক্তিতে সম্মতি প্রদানের সংখ্যা	০৩টি	০৩টি	১টি	-	-
মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সম্মতির সংখ্যা	০১টি	-	০১টি	-	-
কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সম্মতির সংখ্যা	০১টি	০২টি	-	-	-
চুক্তি সময়সীমা বর্ধিতকরণ সংখ্যা	-	-	০১টি	-	-

১৪.৮ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত গুরত্বপূর্ণ অংগ পরামর্শ সেবা ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয়েছে। দেখা গেছে যে, পরামর্শ সেবা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে (কর্মপরিধি,কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন,মূল্যায়ন প্রতিবেদন,খড়সা চুক্তি দলিল, দরকষাকষি সভার কার্যবিবরণীসহ অন্যান্য কাজ) বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে গড়ে প্রায় ১৮০ দিন হতে ২৭০ দিন সময় অতিবাহিত হয়। এমনকি পরামর্শ সেবার ১টি প্যাকেজ (প্রভাব মূল্যায়ন প্যাকেজ-এস ৩০) এর কর্মপরিধির সম্মতি প্রদানে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ২৬৯ দিন সময় নেয়া হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবে একটি নির্ধারিত মোয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকার সময়সীমা উল্লেক করা থাকে। ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণে উক্ত সময়সীমা অতিক্রম করা হলে প্রস্তাব দাতার সাথে সময়সীমা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রেই উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন পরামর্শক এর চাহিদা বেশী থাকায় তারা অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। বিবেচ্য প্রকল্পেও কয়েকটি প্যাকেজ বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে দীর্ঘ সময় নেয়া উক্ত সেবা গ্রহণে (যথা-পিপিপি অফিস এর জন্য Transaction Advisor.প্যাকেজ-এস ২২) সংশ্লিষ্ট সংস্থা অনাগ্রহী হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয়েছে।বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে যেসব অংগের ক্রয় প্রক্রিয়া করা হবে তার প্রতিটি স্তরে সময়সীমা নির্ধারণের কাঠামো প্রণয়য়ন করা হলে ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সযোগ বদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ইআরডি'র মাধ্যমে বিশ্ব ব্রাংকের সাথে আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪.৯ বিবেচ্য প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পযর্ন্ত মেয়াদে ১০ বছর ধরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই দীর্ঘ ১০ বছরে প্রকল্পের আওতায় গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) মাত্র ০৭টি সভা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ০৫টি সভা আয়োজন করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা গেছে। দীর্ঘ ১০ বছরে এতো স্বল্প সংখ্যাক স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ণন কমিটির (পিআইসি) কমিটির সভা আয়োজন কাম্য নয়।

১৫.০ বেসরকারী খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান কার্যক্রমঃ

১৫.১ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পিপিপিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়নরে জন্য নির্দিষ্টকৃত খাতগুলো হচ্ছে-বিদ্যুৎ উৎপাদন,সঞ্চালন ও াবতরণ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে),বন্দর (স্থল,জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন বর্জ ব্যবস্থাপনা, সড়ক-মহাসড়ক,ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, পানি সরবাহ ও পাঃ নিস্কাশন এবং শিল্প এস্টেট এ পার্ক উন্নয়ন।

১৫.২ প্রকল্পের জন্য ১ জুন,২০০৬ তারিখে স্বাক্ষরিত প্রথম ঋটুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেম সরকারকে সহজ শর্তে প্রদত্ত ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণের মধ্যে অন-লেন্ডিং এর জন্য ৪৭.৫০ মিলিয়ন ডলারের (অবশিষ্ট ২.৫০ মিলিয়ন ডলার কারিগরি সহায়তা) সংস্থান রাখা হয়। ঋণচুক্তির শর্তানুসারে বাংলাদেশ সরকারও অনলেন্ডিং বাবদ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ৬৯.৬৯ লক্ষ টাকা প্রদান করে।

১৫.৩ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর নিধ্যারিত অর্থ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বিতরণের পরিকল্পনা থাকলেও ইতোমধ্যে ৭টি বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নে অন-লেন্ডিং এর প্রায় পুরো সংস্থান বিতরণ করা হয়। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদার প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ০৭ জুন, ২০১০ তারিখে ২৫৭ মিলিয়ন এবং মার্কিন ডলারের আরও একটি সহজ শর্তের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মধ্যে অন-লেন্ডিং-এর সংস্থান ২৫০.০০ মিলিয়ন ডলার (অবশিষ্ট ৭.০০ মিলিয়ন ডলার কারিগরি সহায়তা) যা বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে কার্যকর করা হয়।

প্রকল্প সংখ্যা (টি)	অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রকল্পের ঋণ বিতরণ			উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন	অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের অবদান	মোট বিনিয়োগ
		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ			
২১টি	১৮টি	২৪৪১.৪৯	৪০৭.৫৬	২০৩৩.৯৩	২২২১.৯১	১৩৮৬.৮৪	৬০৫০.২৫

১৫.৪ অন-লেন্ডিং কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের আওতায় ২৪৪১.৪৯ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আরো ৩৬০৮.৭৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ সংযোজন ঘটিয়ে মোট ৬০৫০.২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ২১টি অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে প্রকল্প ঋণ ২৪৪১.৪৯ কোটি টাকার বিপরীতে বেসরকারী উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন হিসাবে ২২২১.৯১ কোটি টাকা বিনিয়োগ সংঘটনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও দারিদ্য নিরসনে সরাসরি অবদান রাখার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

১৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	বাস্তব অর্জন	ঘাটতির কারণ (যদি থাকে)
(ক) অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক বাজারে সম্পুরক সম্পদের সংযুক্তি ঘটানো	প্রকল্পের আওতায় ২৪৪১.৪৯ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আরো ৩৬০৮.৭৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ সংযোজন ঘটিয়ে মোট ৬০৫০.২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ২১টি অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	
(খ) অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের ভূমিকার বিকাশ সাধন	প্রকল্প ঋণ ২৪৪১.৪৯ কোটি টাকার বিপরীতে বেসরকারী উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন হিসাবে ২২২১.৯১ কোটি টাকা বিনিয়োগ সংঘটনের অনুকূল পরিবেশ তৈর করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র নিরসনে সরাসরি অবদান রাখার সুযোগ তৈরী হয়েছে।	

১৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্প ঋণ হিসাবে ২৪৪১.৪৯ কোটি টাকার অর্থয়নের সুযোগ দিয়ে বেসরকারী খাতে ২১টি অবকাঠামো প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ফলে জাতীয় অর্থনীতেতে যে প্রত্যক্ষ অবদান ঘটেছে তা হলোঃ

- ✓ বিদ্যুৎ খাতে ১৫ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে অতিরিক্ত ৫৮৯ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন
- ✓ কনটেইনার সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বেসরকারী খাতে চট্টগ্রাম ১টি অভ্যন্তরীন কনটেইনার ডিপো প্রতিষ্ঠা এবং ২টি ড্রাই ডক প্রতিষ্ঠা
- ✓ শিল্প পরিবেশ উন্নয়নে চট্টগ্রামে ১টি এবং কুমিল্লায় ২টি পানি পরশিাধন প্ল্যান্ট স্থাপন
- ✓ ইন্টারনেট ব্যবস্থা সম্প্রসারনে ফাইর এট হোম এবং সমিট কমিউনিকেশন মোম্পানীদ্বয়কে ঋণ প্রদান; এবং
- ✓ স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে চট্টগ্রামে ' ইমপেরিয়াল হাসপাতাল লিঃ নামে ৩৫৩ শয্যার একটি হাসপাতাল স্থাপন।

১৮. প্রকল্পে আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসইকরণ: বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সহজ শর্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদানের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।বেসরকারী উদ্যোক্তগণকে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সফল হওয়ায় এ বিষয়ে আর্থিক খাত ও বেসরকারী উদ্যোক্তাগণের নিকট এ প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাদি গ্রহণের একটি কার্যকর চাহিদা তৈরী হয়েছে। ফলে এ পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাবের দীর্ঘ পাইপ লাইন তৈরী হয়েছে মর্মে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আইপিএফএফ সেল হতে জানা গেছে। এই

প্রেক্ষাপট বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক আইএফএপ ২য় পর্যায়ের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প ভিত্তিক এই কার্যক্রম শেষ হলে এটির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অবকাঠামো খাতে মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রবাহ আর্থিক সহজলভ্য করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুন:অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯. পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যা:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা,প্রকল্প অফিস সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে যে সকল বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১৯.১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত: বিবেচ্য প্রকল্পে কোন পূর্ণকালীন ছিল না। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে সাধারণত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকেন। তবে বিবেচ্য প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হলেও এটির সাথে এডিপি বহির্ভূত বিশাল অংকের ঋণ (অন লেডিং) কর্মসূচি যুক্ত থাকায় এ প্রকল্প হলে ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া,উচুঁ পর্যায়ের কর্মকর্তা যথা উপ গভর্ণর স্তরের অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের কাজে তাকে নিবিড়ভাবে সসম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

১৯.২ স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রবণতা: ভিপ্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন দেশে ৩৩ টি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হলে ও উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর ব্যাপ্তিকাল ৩-৭ দিন মেয়াদি হওয়ার এতে স্বল্প সময়ে কারিগরি ও পেশাগত বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি মর্মে অনুভূত হয়েছে। স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিবর্তে পিপিপি বিষয়ক দীর্ঘ মেয়াদি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে দেশে এ বিষয়ে দক্ষ জনবলের ঘাটতি হ্রাসের মাধ্যমে পিপিপি উদ্যোগে প্রকল্প প্রণয়ন,উন্নয়ন,অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় পেশাগত সেবা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী হবে।

১৯.৩ স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের কোন নীতিমালা ও মাপকাঠির অনুপস্থিতি: প্রকল্পের আওতায় দেশে ৪০৫ জন কর্মকর্তা এবং বিদেশে ২৩৪ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে নীতিমালা ও মাপকাঠি না থাকায় বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারা ২৩৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৬১ জনই (প্রায় ৬৯%) ছিল বাস্তাবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। অপরদিকে, কয়েকজন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের আওতায় ১০-১২ বার পর্যন্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ লাভ করেছেন। ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ায় পিপিপি সংক্রান্ত সামর্থ্য ও দক্ষ জনবল গড়ে

তোলার উদ্দেশ্য যর্থাযর্থভাবে অর্জিত হয়নি। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আওতায় মেধার ভিত্তিতে নির্বাচনের স্বচ্ছ পদ্ধতি সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়নি।

১৯.৫ পরামর্শ সেবা সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে বিলম্ব: পরামর্শ সেবা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে (কর্মপরিধি,কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন,মূল্যায়ন প্রতিবেদন,খসড়া, চুক্তি দলিল, দরকষাকষি সভার কার্যবিবরণীসহ অন্যান্য কাজ) বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে গড়ে প্রায় ১৮০ দিন হতে ২৭০ দিন সময় অতিবাহিত হয়। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যান্ত প্রস্তাব কার্যকর থাকার সময়সীমা উল্লেখ করা থাকে। ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণের উক্ত সময়সীমা অতিক্রম করা হলে প্রস্তাব দাতাকে প্রস্তাব কার্যকর থাকার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রেই উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন পরামর্শক এর চাহিদা বেশী থাকায় তারা অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। বিবেচ্য প্রকল্পে ও কয়েকটি প্যাকেজে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে দীর্ঘ সময় নেয়ায় কয়েকটি প্যাকেজের সেবা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা অনাগ্রহী হয়েছে।

১৯.৬ অন-লেডিং কার্যক্রমে ঋণ প্রস্তাবে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব: অন-লেডিং কার্যক্রমে আওতায় ঋণ প্রাপ্ত ১৪ টি প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে বিশ্ব কর্তৃক অতিবাহিত মোট সময়ের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে গড়ে ২১২ দিন সময় লেগেছে যা স্বাভাবিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রা বেশী মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।অবকাঠামো খাতের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনায় আর্থিক সূচকসমূহ অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক হওয়ায় এ জাতীয় প্রকল্পের অর্থায়ন বিবেচনায় অধিক সময় অতিবাহিত হলে প্রকল্পের বিনিয়োগ উপযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যা প্রকল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষতাকে চালেঞ্জের সম্মুখীন করার আংশকা থাকে।

২০.সুপারিশ:

২০.১ আইএফএফ-২ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে প্রকল্প পরচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুসরণ করে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে উপ গভর্ণর বা উচ্চ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান পরিহার করা সমীচীন;

২০.২ স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি বা মধ্য মেয়াদি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রাখতে হবে।

২০.৩ আইপিএফএফ-২ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

২০.৪ স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট মডিউল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গ্রহণ তার ফলাফলের মেধাক্রম অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদী বৈদিশিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে;

২০.৫ পরামর্শ সেবা সংগ্রহে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে একটি সময়সীমা নির্ধারণে ইআরডি'র মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

২০.৬ অন-লেডিং কার্যক্রমের আওতায় ঋণ প্রস্তাবে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্মতি প্রদানে সেক্টরভিত্তিক সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ইআরডি'র মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভাগ কার্যকর এদ্যাগ গ্রহণ করবে;

২০.৭ বেসরকারী খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে আইপিএফএফ-এর আওতায় সৃষ্টি দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন টেকসই রাখার লক্ষ্যে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠ কারার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে আর্থিক বাজারে IDCOL BIFFL পাশাপাশি একাধিক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা সহজ লভ্য হয়।

২০০.৮ উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৭ সুপারিশসমূহের ওপর গুহীত সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থাবিভাগ কর্তৃক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্তি (অক্টোবর, ২০১৬)

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১. **প্রকল্পের নাম:** SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General.

২. **প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা):** কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

৩.১ **অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য):** প্রকল্প সাহায্য।

৩.২ **উন্নয়ন সহযোগী:** বিশ্ব-ব্যাংক।

৪.১ **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:** অর্থ বিভাগ।

৪.২ **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

৫. **(ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:** (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	নিজস্ব অর্থায়ন			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	১১৪৪৪.৩৪	-	১১৪৪৪.৩৪	-	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	০২/০৮/২০১১	-	-
সর্বশেষ সংশোধিত	১০২৯৭.৬১	-	১০২৯৭.৬১	-	জুলাই, ২০১১ হতে অক্টোবর, ২০১৬	২২/১০/২০১৪	১১৪৬.৭৩ (১০.০২% হ্রাস)	২৪ মাস (৬৬.৬৭%)

- ❖ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম অক্টোবর ২০১৬ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে। Grace Period-সহ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই, ২০১১ হতে অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত, যা ১২/০৭/২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে মূল মেয়াদের সাপেক্ষে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার ৭৭.৭৮%।

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হ্রাসের হার (%): ১০.০২%।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৬৬.৬৭%।

৬. **প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
ঢাকা	ঢাকা	অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা

৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):**

- ➢ Support the Office of the Comptroller and Auditor General to adopt ISSAIs compliant audit methodology in Bangladesh. (Overall)

- Create a cadre of Internationally Accredited Professionals in Office of the Comptroller and Auditor General to understand and adopt this methodology in regular government audit. (Overall)

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের আইটেম/অঙ্গ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক)	প্রকৃত আর্থিক অগ্রগতি (%)	**মন্তব্য**
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৭৬.৭৭	৬৯.৪৪ (৯০.৪৫%)	-
২	কর্মচারীদের বেতন	২৫.৯৭	২২.৭১ (৮৭.৪৫%)	-
৩	ভাতা	১৫৭.৬৬	১২৮.৭১ (৮১.৬৪%)	-
৪	আন্তর্জাতিক পরামর্শকের বিমান ভাতা	২৬৮.৪৭	২৬৫.৯৫ (৯৯.০৬%)	-
৫	যাতায়াত ভাতা	৭.১০	৩.৯৪ (৫৫.৫০%)	-
৬	টেলিফোন বিল	৪.৯৮	৪.৫৫ (৯১.৩৬%)	-
৭	টেলেক্স এবং ইন্টারনেট	১২.০৯	৪.৯৬ (৪১.০৩%)	-
৮	রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্স্যুরেন্স	১.৯২	০.৪৭ (১০০%)	-
৯	পেট্রোল এবং সিএনজি	৪৪.৮৯	৪৩.৫৮ (২৪.৪৮%)	-
১০	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স	৫৫.৯৪	৫৪.৩০ (৯৭.০৭%)	-
১১	স্টেশনারী	২৩.৭৮	২৩.৭৮ (১০০%)	-
১২	বিজ্ঞাপন	৬.৮৪	৬.৭১ (৯৮.১০%)	-
১৩	প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বৈদেশিক)	২৩০৯.১০	২২২৭.৩৬ (৯৬.৪৬%)	-
১৪	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪৭২৮.৬৮	৪২৩৪.৯৮ (৮৯.৫৬%)	-
১৫	স্থানীয় পরামর্শক	১২৮৮.৭০	১২৭৩.১১ (৯৮.৭৯%)	-
১৬	পিএমসিইউ পরামর্শক (স্থানীয়)	৩৩৪.৪৪	২৫২.৪৫ (৭৫.৪৮%)	-
১৭	যানবাহন ভাড়া	৫২.৩৬	৪০.০১ (৭৬.৪১%)	-
১৮	পরিচালন ব্যয়	৭১.৪৭	৬৮.৩১ (৯৫.৫৮%)	-
১৯	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬৬.৩৮	৬০.৬৮ (৯১.৪১%)	-
২০	মিনিবাস ও মাইক্রোবাস	১০৬.৯৯	১০৬.৯৯ (১০০%)	-
২১	আইপিএস	৪.৫৫	৪.৫৫ (১০০%)	-
২২	কম্পিউটার	৩১০.৩৬	৩১০.৩৬ (১০০%)	-
২৩	সফট্ওয়ার	৬০.৬৮	৬০.৬৮ (১০০%)	-
২৪	অফিস সরঞ্জামাদি	২৬১.৮৯	২৬১.৮৯ (১০০%)	-
২৫	সিডি/ভ্যাট	১৫.৬	১৫.৬ (১০০%)	-
মোট		**১০২৯৭.৬১**	**৯৫৪৬.০৭ (৯২.৭০%)**	

৯. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মোহাম্মদ জাকির	মহা-হিসাব	০৭/০৮/২০১১-	নিয়মিত	না	-

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
হোসাইন	নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০৪/০৮/২০১৩			
জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০৪/০৮/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬	নিয়মিত	না	-

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

অর্থায়ন সংক্রান্তঃ

World Bank Administered Multi-donor Trust Fund-এর আওতায় ইউরোপিয়ান কমিশন, কানাডিয়ান সিডা, ডানিডা এবং নেদারল্যান্ড কর্তৃক এই প্রকল্পের জন্য অনুদান (রি-ইমবারসিবল প্রকল্প সাহায্য) হিসেবে ১৬.৬০ মিলিয়ন ইউএসডি অর্থায়নের বিষয়ে গত ২৯/০৫/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং তা ১৭/১১/২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৩.০৩ মিলিয়ন ইউএসডি অনুদান (রি-ইমবারসিবল প্রকল্প সাহায্য) পাওয়া গেছে, যার মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ১১.৯৩ মিলিয়ন ইউএসডি অর্থাৎ ৯১.৫৬% ব্যয় করা হয়েছে এবং বাকী ১.১০ মিলিয়ন ইউএসডি অব্যয়িত রয়েছে। অব্যয়িত অর্থ যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব-ব্যাংকে রিফান্ড করা হয়েছে।

পরামর্শক সংক্রান্তঃ

সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক, স্থানীয় এবং একক পরামর্শক বাবদ মোট ৮৩৯.৬০ জন-মাসের সংস্থান ছিল, যার বিপরীতে ৭৫৬.২৫ জন-মাস পরামর্শক সেবা ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ পরামর্শক সেবা ব্যবহারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯০%।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ১৫৩ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ১০৫৫ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান ছিল, যার বিপরীতে ১৯৯ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ১০৮২ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অগ্রগতির হার যথাক্রমে ১৩০% এবং ১০২.৬৬%।

সেমিনার/ওয়ার্কসপ সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং ১৩টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়েছে।

যানবাহন সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ১টি মোটরকার, ১টি মাইক্রোবাস এবং ১টি মিনিবাস ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে মাইক্রোবাস ও মিনিবাস FIMA-কে এবং মোটরকার মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অফিস সরঞ্জামাদি সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩৫৪টি ডেস্কটপ, ৩২২টি ল্যাপটপ, ১৫৬টি প্রিন্টার, ৩১৯টি ইউপিএস, ৩৫৪টি স্ট্যাবিলাইজার, ৭টি ফটোকপিয়ার এবং ১টি আইপিএস ক্রয়ের সংস্থান ছিল, যার বিপরীতে ১৬৭টি ডেস্কটপ, ৩২টি ল্যাপটপ, ১৪টি প্রিন্টার, ১২২টি

ইউপিএস, ৪২টি স্ট্যাবিলাইজার, ৭টি ফটোকপিয়ার এবং ১টি আইপিএস ক্রয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ কম পরিমাণে সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্প দলিল প্রনয়ণকালীন যথাযথভাবে Demand Analysis করা হয়নি।

অডিট সংক্রান্তঃ

Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৬টি অর্থবছরে অডিট সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১টি আপত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তির জন্য জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রয়-কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

টিএপিপি'তে পণ্য সংক্রান্ত ৩৫টি এবং কার্য সংক্রান্ত ১১টি প্যাকেজ রয়েছে। প্যাকেজগুলো যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্বক যথাসময়ে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়-কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০২৯৭.৬১ লক্ষ টাকা কিন্তু প্রকৃত খরচ হয়েছে ৯৫৪৬.০৭ লক্ষ টাকা, যা মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৯২.৭০%। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, অবশিষ্ট অর্থ যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্বক সরকার-কে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প দলিলে বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক শতভাগ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তব/ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

১১. উদ্দেশ্য অর্জন অবস্থা বিশ্লেষণঃ

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন
Supporting the OCAG to adopt ISSAIs compliant audit methodology in Bangladesh	❖ Completion of on-going 2nd round of remaining 06 pilot audits and Conduct 15 more pilot audits in 3rd, 4th and 5th round. ❖ Development of ToT group and training materials on ISSAI methodologies. ❖ Follow up the implementation progress of Peer Review recommendations. ❖ To provide ongoing support through twining arrangement,	❖ 2nd round pilot audits on 6 different topics have been completed and 3rd, 4th and 5th round pilot audits on 18 different topics have been completed. ❖ ToT group has been created and training materials on IT audit, Revenue audit and Environmental Audit have been developed. ❖ An action plan and implementation matrix has

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন
	joint audit and knowledge sharing with SAI India, NAAA, iCISA and iCED. ❖ Finalization of 05 ISSAI Compliant Audit Manuals and publication of ISSAI Compliant Audit Template and Booklet. ❖ Training on Computerized audit techniques (TeamMate, IDEA and AMMS) ❖ Formal approving of new audit reporting format. ❖ Develop ISSAI compliant training curriculum. ❖ Train trainers to develop core group for conducting training during mainstreaming exercise. ❖ Hold an international seminar on "Role of SAI as an Institution of Accountability".	been prepared and submitted to OCAG to monitor progress. ❖ Letter of exchange has been signed between SAI India and SAI Bangladesh. SAI India used iCISA and iCED for imparting training under twining arrangement to SAI Bangladesh Officials. ❖ 6 ISSAIs Compliant Audit Manuals have been field tested, approved and published as well as an IT Audit Manual have been modified and published. ❖ 3 guidelines have been approved, translated in Bangla and published separately. ❖ 181 OCAG officials have been imparted training on Computerized Audit Techniques. ❖ Training Curriculum on ISSAI compliant compliance audit has been developed and imported training on it to OCAG officials. ❖ International seminar on "Role of SAI as an Institution of Accountability"

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন
		has been organized at Dhaka during 26-27 October, 2015.
Create a cadre of Internationally Accredited Professionals in OCAG	❖ Continue globally accredited CIPFA professional courses at three levels like Certificate, Diploma and Advanced Diploma at FIMA and Professional level course from the UK. ❖ Equip FIMA with faculty to deliver professional level internationally accredited courses to OCAG staff.	❖ CIPFA professional courses at three levels were continued throughout the project period at FIMA. ❖ Two groups of OCAG officials went to UK to pursue Professional Level Course. ❖ 303 OCAG officials enrolled in professional accreditation courses against project's target of 275. (10 CPFA Professional Qualification, 25 Advanced Diploma Level Qualification, 40 Diploma Level Qualification, 176 Certificate Level Qualification)

১২. সুপারিশ/মতামত:

(ক) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরণের ম্যানুয়েল, গাইডলাইন, ট্রেনিং ডকুমেন্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, যাতে পরবর্তীতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়।

(খ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবলের একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(গ) প্রশিক্ষিত জনবলের প্রশিক্ষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ইন-হাউজ ট্রেনিং আয়োজনের মাধ্যমে Knowledge Sharing অব্যহত রাখা প্রয়োজন, এতে করে অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অডিট বিষয়ে ধারণাগত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

(ঘ) সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এ জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে Economic Cost-Benefit হিসাব করা প্রয়োজন।